রাজা ভাইরাস এবং হারানো মুকুট

(Bengali)

অনেক দিন আগে এক মুকুট বিহীন রাজা ছিলেন ।

রাজার মন সবসময় খারাপ থাকত কারণ, মুকুট নেই বলে তাকে কেউ রাজা বলে সম্মান করত না।রাজার মুকুটটি কিছুদিন আগে ভাইরাস নামের একটি মজার ও অদ্ভুত ছোট্ট ছেলে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো ,রাজার মুকুটটি চুরি করার পর থেকে সবাই তাকে করোনা ভাইরাস নামে ডাকতে লাগল এবং সে এই মুকুট নিয়ে ঘুরতে যেত ,খেলত ,লাফাত এক দুকান থেকে অন্য দুকানে যেত এবং এটা ওটা স্পর্শ করত।

প্রতিটি স্পর্শের সাথে সে তার আঙ্গুল দ্বারা একটি চিহ্ন রেখে যেত , একটি ছোট লাল চিহ্ন, যা কোন বস্তু, বাড়ি বা মানুষের সাথে আঠার মতো লেগে থাকতো যা ধীরে ধীরে লাল হতো এবং মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তো।ভাইরাস তার কৃত কর্মের জন্য খুব খুশি ছিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই পুরো গ্রামটিকে লাল হয়ে যেতে দেখে সে অনেক খুশি হল ।

অন্যদিকে, রাজা এতে একটুও আনন্দ পেত না ।

প্রতিদিন রাজার সচিবরা তাকে বলেছিলেন যে এই ছোট মুকুট চুর তার রাজ্যটির কেবল রঙে নয়, প্রজাদের মন এবং মেজাজকে ও পরিবর্তন করে দিচ্চে,প্রজারা অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে যাচ্চিলো , যেহেতু ভাইরাসের মাথায় মুকুট ছিল, তাই তারা বাদশাহকে আরও বেশি ঘৃণা করতে লাগলো, কারণ তারা মনে করতো যে রাজা নিজ থেকেই মুকুটটা ভাইরাস কে দিয়েছিলো প্রজাদেরকে বিরক্ত করার জন্য ।

তারপরে এমন একদিন আসলো যে রাজা অনেকউদ্বিগ্ন হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখনই সময় মুকুট ফিরিয়ে নেয়ার এবং ভাইরাস এর হাত থেকে গ্রামবাসীকে উদ্ধার করার।

রাজা চিন্তা করতে লাগলেন এবং তার মন্ত্রী পরিষদকে ডাকলেন এবং জানতে চাইলেন কিভাবে এর সমাধান করা যায়। সারা দিন জুড়ে রাজা এবং তাঁর মন্ত্রী পরিষদ মিলে আলোচনা করেছিলেন যে কিভাবে ভাইরাসকে আটকানো যায় এবং মুকুটটি পুনরুদ্ধার করা যায় কিন্তু তারা ঐ দিন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি, তাই রাজা হতাশ মনে রাতে ঘুমাতে গিয়েছিলেন।

তবে রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে একটি পরিকল্পনা আসলো যে তিনি রাস্তা ঠিক করার কর্মী হিসেবে ছদ্মবেশে বেরিয়ে যাবেন সাথে থাকবে একটি বেগ ভর্তি কালো আঠা যার উপর যে কোন জিনিস রাখলে তা লেগে থাকবে, তিনি ভেবেছিলেন এই ছদ্মবেশে একদিন ভাইরাসের দেখা মিলার সাথে সাথে তাকে একটি তথ্য জিজ্ঞাসা করার ভান করে তাকে কাছে ডাকবেন এবং তার সামনে কিছুটা আঠা রেখে দিবেন যাতে এতে ভাইরাস আটকা পড়েযায় এইভাবে রাজা তার মুকুটটি পুনুরুদ্ধার করবেন, এবং ভাইরাস তার এই অবস্তাথেকে মুক্ত হবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকবে ।

রাজা খুশি মনে সকাল সকাল তার মন্ত্রীপরিষদকে ডাকলেন এবং তার জন্য রাস্তা ঠিক করার কর্মীর উপযুক্ত পোশাক জুতা,টুপি,হাতমোজা,বালতি ইত্যাদি এবং কালো আঠা আন্তে বললেন।সব কিছু আসার পরে,রাজা সম্পূর্ণ ছদ্দবেশে খুশি মনে এমন ভাবে ভাইরাস কে খুঁজতে তার প্রাসাদ ছেড়ে গ্রামের দিকে রওয়ানা হলেন যেন তাকে কেউ কিনতে না পারে ।

পাশের রাস্তা থেকে যখন রাজা ভাইরাসকে দেখতে পেলেন তখনি তিনি প্রস্তুতি নিয়ে ভাইরাস এর নিকট এসে বললেন এই যে ভাইরাস ভাই একটু এদিকে আসবেন আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল ?

ভাইরাস ভাবে এখনই সুজুগ আর একজন গ্রামবাসীকে স্পর্শ করার,সে মনের খুশিতে একজন সাধারণ কর্মী ভেবে রাজার কাছাকাছি আসে । যেই না ছদ্দবেশী রাজার কাছাকাছি আসে ভাইরাস অনুভব করতে লাগলো যে তার পা দুটু আর নাড়াতে পারছেনা ।ভাইরাস যখন হাত উঁচু করে চিৎকার করতে শুরু করল এবং পা ছাড়াবার চেষ্টা করছিল ঠিক তখনি ছদ্দবেশী রাজা তার মাথা থেকে মুকুটটি নিয়ে পালিয়ে গেল!ভাইরাস মুকুট বিহীন সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে ছিল , আশেপাশে মানুষ যখন দেখলো যে ভাইরাস এর মাথায় আর মুকুট নেই তখন তারা আনন্দে চিৎকার করতে লাগল।

অবশেষে তাদের মধ্যে কেউ একজন দড়ি নিয়ে আসলো এবং ভাইরাস কে ভালোভাবে বাঁধল এবং সবাই মিলে তাকে কারাগারে নিয়ে গেল যাতে করে সমস্ত গ্রাম তার আক্রমণাত্মক রুগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে ।

রাজা তার প্রাসাদে ফিরে গিয়ে তার পোশাক পরিবর্তন করেন এবং তার মুকুট মাথায় দিলেন,পরবর্তীক্ষনে তিনি যে আগের রাজা হিসেবে ফিরে এসেছেন তা

গ্রামবাসীদের বুঝাবার জন্য একটি শুভাযাত্রার আয়োজন করলেন এবং তাদের শান্তি ও সুস্থতা ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন,

এদিকে ভাইরাস কারাগারে থেকে সবার জন্য আগের চেয়ে অনেক সুন্দর ও ভালো হয়ে গেল ।

(Islam Shobin- onlus Villaggio Esquilino-Roma**)**